দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 26 SEP 2007 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

সম্পাদক সমীপে

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

যোগ্যতাবিহীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পরীক্ষা গ্রহণ না করার আবেদন

আমি কথিত যোগ্যতাবিহীন একজন শিক্ষক। সারা দেশে এ ধরনের যোগ্যতাবিহীন শিক্ষকের সংখ্যা ২৫ হাজারের উর্ধে। এখন জানা যাচ্ছে যে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এসব শিক্ষকদের ১০০ মার্কের পরীক্ষা গ্রহণ করবে এবং কৃতকার্যদের নিয়মিত করে অকৃতকার্যদেরকে চাকরি হতে বিদায় করে দিবে। পরীক্ষার জন্য মাষ্টার ট্রেনার, ট্রেনার বানিয়ে শিক্ষকদেরকে ওরিয়েন্টেশন দেয়া হবে। এতে কোটি কোটি টাকার বাজেট তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক এবং বিভিন্ন দিক থেকে ক্ষতিকর। বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৯২ সাল পূর্বকাল পর্যন্ত এমন কিছু শিক্ষক কর্মরত থাকেন যাদের নিয়োগবিধি অনুযায়ী প্রকৃত যোগ্যতার তুলনায় শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘাটতি ছিল। এসব ঘাটতি মিটিয়ে তাদের যোগ্যতা পূরণের জন্য ইতোপূর্বে একাধিকবার সময় বেঁধে দেয়া হয় এবং সর্বশেষ ২০০৬ সাল পার হলে প্রথমে ভাতা বন্ধ ও পরে পরবর্তী সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের ভাতা বহাল রাখা হয়েছে। শোনা যায় এই ফর্মুলা মন্ত্রণালয়ের সচিবের মাথা থেকে এসেছে। এই উদ্যোগের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরা হলো। আশা করি সদাশয় সরকার এই ক্ষতিকর কার্যক্রম বন্ধের ব্যবস্থা নিবে।

১। কথিত যোগ্যতাবিহীন শিক্ষকগণ কমপক্ষে ১৫ বছর হতে ২৫ বছর পর্যন্ত চাকরিরত আছেন। কিন্তু কখনই তাদেরকে অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি বা অযোগ্য মর্মে বিভাগীয় ব্যবস্থা নিয়ে চাকরি হতে বাদ দেয়া হয়নি। উল্লেখ্য চাকরিবিধি অনুযায়ী অযোগ্য বা অদক্ষতার জন্য বিভাগীয় ব্যবস্থা নিয়ে ছাটাই করা যায়

২) নিয়োগবিধি অনুযায়ী যদি এরা অযোগ্যই হবেন তবে এখন চাকরিতে রাখা হলো কেন এবং তাদের বেতন-ভাতা দেয়া হলো কেন? এখন যদি কথার মতো হয়ে থাকে এবং পরীক্ষা না নেয়া হয়ে থাকে তবে এতদিনে ১৫/২৫ বছর ধরে শিক্ষকতা করে তারা আরও দক্ষ হয়েছেন। সরকারী ভাষ্য যে শিক্ষার হার ও মান ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। সুতরাং এখন পরীক্ষা নেয়া বা বাদ দেয়ার কোনই যুক্তি থাকতে পারে না।

৩। বর্তমানে শিক্ষক হওয়ার জন্য ছেলেদের বিএ এবং মেয়েদের এসএসসি পাস যোগ্যতা দরকার হয়। এখানে বৈষম্য দেখা যায় এবং বর্তমান নিয়ম অনুসারেও এসএসসি পাস শিক্ষক হওয়ার জন্য নিম্নতম যোগ্যতা। সুতরাং ১৫/২৫ বছর শিক্ষকতায় অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের পুনরায় বিএ পাস বা যোগ্যতা যাচাইয়ের পরীক্ষার প্রয়োজন দেখা যায় না। উল্লেখ্য, এখনও দেশের সেরা শিক্ষক গাইবান্ধা জেলার শিবরাম স্কুলের প্রধান শিক্ষক নুরুল আলম এসএসসি পাস। সরকারী শিক্ষকের তো পুনরায় বিএ পাস করা বা যোগ্যতা পরীক্ষার দরকার হচ্ছে না?

৪) সরকারী-বেসরকারী সকল শিক্ষকদের পিটিআইগুলোতে ১ বছর মেয়াদী সিইনএড কোর্স সম্পন্ন করতে হয় এবং ১৪০০ মার্কের পাবলিক পরীক্ষা দিয়ে পাস করতে হয় (পাস মার্ক ৪০%)। যোগ্যতাবিহীন অনেক শিক্ষক এই কোর্স করেছেন সকল শিক্ষকের জন্য এটা বাধ্যতামূলক)। সুতরাং অবশিষ্ট যোগ্যতাবিহীন শিক্ষকদেরকে আগামী কোর্সে পিটিআইতে প্রেরণ করলেই হয়। ১০০ মার্কের সংক্ষিপ্ত পরীক্ষার নামে ফার্স করার কোন যুক্তি নেই।

৫। পিটিআইয়ে সিইনএড কোর্সে ১৪০০ মার্কের যেখানে প্রতিটি পরীক্ষায় মার্ক মাত্র ১০০ এবং আবার মাত্র প্রশ্ন ও ২/১ মাস ধরে ওরিয়েন্টেশন দেয়া হবে। সহজেই বোঝা যায় পাস করানোর জন্য যথাযথ ধারণা দেয়া হবে ও সহজ প্রশ্ন করা হবে। এই নাটক না করে তার চেয়ে বরং সরকার একটি সার্কুলার দিয়ে এদেরকে মাফ করে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। এতদিনে ১৫/২০ বছর সমস্যা না হলে এখনও হবে না। উপরন্তু বেশিরভাগেরই অল্প সময় চাকরি আছে। ৬) শিক্ষকেরা বরাবর পরীক্ষা নেয়, দেয় না। এই পরীক্ষার ঘটনায় সারা দেশে প্রচার হবে যে অমুক শিক্ষক অযোগ্য এবং সে পরীক্ষা দেবে। এই প্রচার ও পরীক্ষার ফলাফল (ফেল করলে) সমাজ ও ছাত্রদের কাছে শিক্ষকদের অত্যন্ত মর্মবেদনার বিষয় হবে। তখন সমাজ হতে পালানো বা আত্মহত্যা ছাড়া উপায় থাকবে না। এ জন্য এই অবমাননাকর পদক্ষেপ বন্ধ হওয়া দরকার।

৭। এই পরীক্ষা নিতে কোটি কোটি টাকার বাজেট তৈরী করা হয়েছে। বন্যার সময়ে গরিব দেশের জন্য এটি তুঘলকি কাণ্ড। এতে দেশ, মাষ্টার ট্রেনার, ট্রেনার ও ইউআরসির প্রশিক্ষকগণ নিয়মিত ট্রেনিং/ কাজ ফেলে এ কাজে নিয়োজিত হলে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন কাজের/ প্রশিক্ষণের মারাত্মক ক্ষতি হবে। তাছাড়া শিক্ষকগণ স্কুল ফেলে ওরিয়েন্টেশনে থাকলে বিদ্যালয়ের শিক্ষা কাজের ক্ষতি হবে। ছাত্রছাত্রী ক্ষতির শিকার হবে। জনস্বার্থে এই ক্ষতিকর কাজ বন্ধ হওয়া দরকার।

৮। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে নন্ম্যাট্রিক শিক্ষক ছিল। সুতরাং বিএ পাস শিক্ষক জরুরী নয়। শিবরামের প্রধান তার শিক্ষক উদাহরণ। ১৫/২৫ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা এবং ১ বছর মেয়াদের সিইনএড কোর্স প্রশিক্ষণ (যা চলমান আছে) থাকায় লোক দেখানো ১০০ মার্কের পরীক্ষার প্রয়োজন পড়ে না। বরং এসব শিক্ষককে দায় থেকে অব্যাহতি দিলে ভাল হবে। এতে অন্যান্য কাজের ক্ষতি বাঁচবে এবং অর্থ সাশ্রয় হবে। এই কোটি কোটি টাকা বরং বন্যার কাজে ব্যয় করা যাবে। এমতাবস্থায় অবিলম্বে এই পদক্ষেপ বন্ধ করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

রইসুল হক
একজন যোগ্যতাবিহীন শিক্ষক